ল্যাপটপ চার্জ না হলে কি করবেন?

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

ল্যাপটপ বর্তমানে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মের ক্রেজ। তাই প্রত্যেক ব্যবহারকারীই ল্যাপটপ ব্যবহার করেন খুব যত্ন নিয়ে। এরপরও ব্যবহারকারীরা বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন মাঝেমধ্যে। ল্যাপটপ ব্যবহারকারীরা প্রায় সময় যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ল্যাপটপ যথাযথভাবে চার্জ না হওয়া।

ল্যাপটপে প্লাগইন করার পর উজ্জ্বল লেড ইন্ডিকেটরের আলো এবং একটি ডিসপ্লে জাহির করে ল্যাপটপের সক্রিয়তা বা সজীবতা। অন্তত এ কারণে এটি কিছু কাজ করতে পারে। কখনও কখনও এর পরিবর্তে যা কিছু ঘটে তা এসি অ্যাডাপ্টার যুক্ত করার পর ঘটে থাকে। এর কারণ, ব্যাটারির কার্যকরীর ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া। এর ফলে ল্যাপটপ কোনো কিছুই করতে পারে না। কোনো উজ্জ্বল আলো নেই, কোনো ডিসপ্লে নেই এবং ব্যাটারি চার্জিংয়ের কোনো সঙ্কেতও নেই। কেনো এমন হলো? কেনো এটি কাজ করছে না? এর জন্য কি করা দরকার–এমন সব প্রশ্নের জবাব জানাতেই এ লেখা?

এ সমস্যার সহজ সমাধান হলো ল্যাপটপকে রিচার্জ করা। চার্জার প্লাগ করার সাথে সাথে কাজ করা শুরু করবে। লক্ষণীয়, ওয়াল আউটলেট এবং আপনার ব্যাটারির মাঝে কয়েকটি ধাপ ও অংশ রয়েছে, যা ফেল করতে পারে। এসব সমস্যার কোনো কোনোটি আপনি নিজে সহজেই সমাধান করতে পারবেন সফটওয়্যার টোয়েকের মাধ্যমে বা নতুন ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করে। তবে কিছু সমস্যার জন্য দরকার হতে পারে রিপেয়ার সেন্টারের সহযোগিতা নেয়া অথবা পুরো সিস্টেমের প্রতিস্থাপন করা। কেনো সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা জানতে পারলে আপনার মূল্যবান শ্রমঘণ্টা যেমন বাঁচবে, তেমনি রিপেয়ারের বাড়তি খরচও বহন করতে হবে না। ইনসাইট-আউটসাইট অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে খুব সহজেই চিহ্নিত করতে পারবেন কোথা থেকে সমস্যাটি হচ্ছে এবং খুব কম খরচে সমাধানের উপায়ও বের করতে পারবেন নিচের বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করে।

ল্যাপটপ প্লাগইন অবস্থায় আছে কী?

আপনার ল্যাপটপ প্লাগইন করেছেন কি না–এমন প্রশ্ন হাস্যকর হলেও চেক করে নিন ল্যাপটপ সত্যি সত্যিই প্লাগইন অবস্থায় আছে কিনা। কেননা, কোনো সফটওয়্যার টোয়েক বা হার্ডওয়্যার রিপেয়ার কৌশলই বিদ্যুৎ সংযোগহীন ল্যাপটপকে জাদুর ছোঁয়ায় পাওয়ার অন তথা সক্রিয় করাতে পারবে না। সুতরাং কোনো কিছু চেক করার আগে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে এসি আউটলেট এবং ল্যাপটপ প্লাগ যথাযথভাবে বসানো আছে কিনা। এসি অ্যাডাপ্টার চেক করে দেখুন বা ভেরিফাই করুন যে, সব ধরনের রিমুভাল কর্ড ঠিকভাবে ঢুকানো আছে কিনা। এরপর নিশ্চিত করুন ব্যাটারির কম্প্যার্টমেন্টে যথাযথভাবে বসানো হয়েছে কিনা। এর সাথে আরও নিশ্চিত করুন ব্যাটারি বা ল্যাপটপ কন্টাক্ট পয়েন্টে কোনো সমস্যা নেই। সবশেষে খুঁজে দেখুন সমস্যাটি আদৌ ল্যাপটপের কিনা। এজন্য পাওয়ার কর্ডকে ভিন্ন কোনো আউটলেটে প্লাগইন করে দেখুন কোনো ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে কিনা।

এমন অবস্থায় বলা যায়, এ সমস্যাটি ব্যবহারকারীর ভুলের কারণে সৃষ্টি হয়নি। এ সমস্যার সূত্রপাত হলো ল্যাপটপের পাওয়ার-সংশ্লিষ্ট। এখন খুঁজে দেখা দরকার সমস্যাটি কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে। কোথায় সমস্যাটি নেই সেসব ক্ষেত্র বাদ দিয়ে কাজটি শুরু করুন।

ব্যাটারি অপচয় হওয়া

ব্যাটারির বিশুদ্ধতা চেক করার জন্য ব্যাটারিকে পুরোপুরি অপসারণ করুন এবং ল্যাপটপে প্লাগইন করার চেষ্টা করুন। যদি ল্যাপটপের পাওয়ার যথাযথভাবে অন থাকে, তাহলে সমস্যাটি হতে পারে ব্যাটারির।

ব্রিকম, বার্নআউট ও শর্টস

ল্যাপটপ বা নোটবুকের পাওয়ার কর্ড সাধারণত বেশ দীর্ঘ হয়ে থাকে। দীর্ঘ পাওয়ার কর্ড যতটুকু সম্ভব ব্লেন্ডিং এবং ফ্লেক্সিং থাকে। সুতরাং চেক করে দেখা উচিত ফাঁসের মাঝে কোনো জায়গা ভেঙে বা ছিঁড়ে গেছে কিনা। যেকোনো ব্রোকেন কানেকশনের শেষ প্রান্ত চেক করে দেখা উচিত। যেমন প্লাগ টানা শিথিল কিনা। এসি ব্রিক্স পরখ করে দেখুন। এটি কী ডিসকালারড তথা বিবর্ণ হয়ে গেছে কি না। কোনো অংশ মোচড়ানো বা সম্প্রসারিত কিনা। জোড়ে শ্বাস টেনে দেখুন প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ কিনা। যদি তাই হয়, তাহলে ধরে নিতে পারেন সমস্যাটি এখানেই।

কানেক্টর চেক করে দেখুন

যখন আপনি প্লাগইন করবেন ল্যাপটপের পাওয়ার কানেক্টর, সেই কানেক্টরকে মোটামুটিভাবে সলিড হতে হবে। যদি এটি হঠাৎ করে অনিশ্চিভাবে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করে অথবা ঢিলা হয় বা রিসিভিং সকেট উন্মুক্ত হলে চেসিসের ভেতরে পাওয়ার জ্যাক ভেঙে যেতে পারে। ডিসকালারেশন বা পোড়া গন্ধ এলে ধরে নিতে পারেন পাওয়ার কানেক্টর ড্যামেজ হয়ে গেছে। রিপেয়ার করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তাপকে পরাস্ত করা

নন-চার্জিং ব্যাটারির কারণে কখনও কখনও ল্যাপটপ অনেক গরম হয়ে ওঠে। এই সমস্যাটির দুই ভাঁজ। একটি হলো ব্যাটারির ওভার তথা খুব বেশি তাপ প্রতিরোধে সিস্টেম শাটডাউন হওয়া এবং আগুনের কারণ হতে পারে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায়। ব্যাটারি সেন্সর মিস ফায়ার করতে পারে, সিস্টেমকে অবহিত করবে যে ব্যাটারি পুরোপুরি চার্জ হয়ে গেছে অথবা সম্পূর্ণরূপে মিসিং হয়েছে, যার কারণে চার্জিংয়ে সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা আরও অনেক প্রকট আকার হতে পারে পুরনো ল্যাপটপের ক্ষেত্রে, যেখানে ইদানীংকার মতো মানসম্মত কুলিং টেকনোলজি ব্যবহার হয় না। অথবা ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বা বালিশ-কম্বলসহ বিছানায় ব্যবহার করলে অনেক সময় কুলিং ভেন্ট আবৃত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সিস্টেমকে ঠাণ্ডা করুন এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য সময় নিন যে সিস্টেমের এয়ার ভেন্ট পরিষ্কার এবং বাধাহীন অবস্থায় আছে।

কর্ড ও ব্যাটারি সোয়াপ আউট করা

এগুলো ল্যাপটপের সবচেয়ে সস্তা এবং সোয়াপ অংশ। একটি রিপ্লেসমেন্ট পাওয়ার ক্যাবল বেশ দামী এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপনও বেশ ব্যয়বহুল। ক্যাবল রিপ্লেসমেন্ট সবচেয়ে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় ল্যাপটপের মডেল নাম দিয়ে। ব্যাটারিতে সবসময় তাদের মডেল নাম্বার দেয়া থাকে। এই রিপ্লেসমেন্টের সময় খেয়াল রাখতে হবে এটি যেনো ল্যাপটপের ইক্যুইপমেন্টের ভোল্টেজ স্পেসিফিকেশনের সাথে ম্যাচ করে। রিপ্লেসমেন্টের সময় আরও সচেতন থাকতে হবে যে, সস্তায় রিপ্লেসমেন্টের

(বাকি অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায়)